উন্নয়ন
Development

ইউনিট-৮

উন্নয়ন কি?

উন্নয়ন সংক্রান্ত ধারণার প্রথম দিকে জাতীয় আয় (বা মাথা পিছু আয়) এর ক্রমাগত প্রবৃদ্ধিকে উন্নয়ন বলে মনে করা হতো। কিন্তু দেখা যায়, জাতীয় আয় বৃদ্ধি পেলেই সমাজের সকল মানুষের কল্যাণ সাধিত হয় না, কেননা, বন্টনের ক্ষেত্রে বৈষম্য থেকে যায়। বন্টন জনিত সমস্যার কারণে, পরবর্তীতে 'প্রবৃদ্ধিসহ সমতা'কে উন্নয়ন হিসাবে ব্যাখ্যা করা হয়।'প্রবৃদ্ধিসহ সমতার' ধারণাও উন্নয়ন বিতর্ক শেষ করতে পারে নি। কারণ প্রবৃদ্ধি ও সমতা যদি অগণতান্ত্রিকভাবে অর্জিত হয়, তবে তাকে উন্নয়ন বলা যায় না। এই সীমাবদ্ধতা থেকে উন্নয়নকে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়। নতুন ধারণা অনুসারে, উৎপাদন শক্তির বিকাশ এবং ন্যায় বিচার অন্তর্ভুক্ত হলেও উন্নয়নের সংজ্ঞা সম্পূর্ণ হয় না যদি না সে সাথে জনগণের অংশগ্রহণ ও তৃনমূল পর্যায়ে সরাসরি জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা যায়। তাহলে উন্নয়ন ধারণার বির্বতনকে আমরা নিম্নোক্তভাবে চিহ্নিত করতে পারি।

- উন্নয়ন = প্রবৃদ্ধি
- উন্নয়ন = প্রবৃদ্ধি + সমতা
- উন্নয়ন = প্রবৃদ্ধি + সমতা + জনগণের অংশগ্রহণ।
-

বিশ্ববিখ্যাত অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন 'Economic Development : Some Strategic Issues` (১৯৮৪) গ্রন্থে উন্নয়নের কয়েকটি প্রাথমিক ও সার্বজনীন লক্ষ্য চিহ্নিত করেছেন। এগুলো হচ্ছে -

- ক্ষুধা মুক্তি;
- দীর্ঘায়ু প্রত্যাশা;
- চিকিৎসা ও হাসপাতাল সেবা লাভের অধিকার;
- ন্যূনতম শিক্ষা

এই ইউনিটে পাঁচটি পাঠ আলোচনা করা হবে। এগুলো হলো

- ◆ *পাঠ-১* *উন্নয়নের সমস্যা।*
- ◆ *পাঠ-২* *উন্নয়নের পরিকল্পনা ও পল্লী উন্নয়ন।*
- ◆ *পাঠ-৩* *নারী মুক্তি ও উন্নয়ন।*
- ◆ *পাঠ-৪* *জনসংখ্যা ও উন্নয়ন।*
- ◆ *পাঠ-৫* *অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিভিন্ন মডেল।*

পাঠ-১

উন্নয়নের সমস্যা
Problems of Development

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি —

- ◆ তৃতীয় বিশ্বে উন্নয়নের সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করতে সক্ষম হবেন।
- ◆ উন্নয়নের সমস্যাগুলো দূর করার উপায় আলোচনা করতে পারবেন।

তৃতীয় বিশ্বে উন্নয়নের সমস্যা

তৃতীয় বিশ্বে প্রতিটি দেশেই গণদারিদ্র্য বিরাজ করছে। রাষ্ট্রের অধিকাংশ লোক বাস করে দারিদ্র্যসীমার নীচে। দরিদ্র রাষ্ট্রগুলোর জনসাধারণ দারিদ্র, আয় বন্টনের ক্ষেত্রে অসমতা এবং কর্মসংস্থানের ব্যাপক অভাবের মধ্যে বসবাস করছে। এই বাস্তবতার নিরিখে "উন্নয়ন" ধারণা বাস্তবায়নের জন্য সরকারগুলো বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। তথাপি উন্নয়ন সংক্রান্ত যাবতীয় সরকারী বেসরকারী প্রচেষ্টার সফলতা অর্জনের পথে অনেকগুলো সমস্যা তৈরি হয়। নীচে তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়ন সংক্রান্ত সমস্যাবলীর কয়েকটি আলোচনা করা হলো।

পুঁজির অভাব

উন্নয়নের পুরাতন মডেল, অর্থাৎ পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের আধুনিকীকরণ (Modernization) মডেল তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়ন ধারণায় প্রভাব ফেলে। এ তত্ত্বের মূল কথা হচ্ছে, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন সে সাথে শিল্পায়ন, নগরায়ন এবং পুঁজিঘন প্রযুক্তি ব্যবহার। কিন্তু বাস্ড়বে দেখা যায় উন্নয়নশীল দেশে এ মডেল প্রয়োগ করা অত্যন্ত কঠিন। কেননা, ইউরোপের দেশগুলোর শিল্পায়নে ঔপনিবেশিক শাসন প্রয়োজনীয় পুঁজির যোগান দিতে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো এরকম কোন সুযোগ ভোগ করছে না। তাই পুঁজি ও সম্পদের অপ্রতুলতা এ ধারার উন্নয়নে সমস্যা তৈরি করছে।

মানব সম্পদের অপ্রতুলতা

দরিদ্র রাষ্ট্রগুলোর উন্নয়নে মানব সম্পদের অভাব একটি গুরুতর সমস্যা। এ সমস্ত রাষ্ট্রের যে পরিমাণ জনসংখ্যা থাকে, তা সম্পদের পরিবর্তে সমস্যা হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে। শিক্ষা, দক্ষতা, স্বাস্থ্য উন্নয়ন প্রভৃতি সার্বিক জাতীয় উন্নয়ন অর্জনের অন্যতম শর্ত। এগুলোর মাধ্যমে মানব সম্পদের উন্নয়ন ঘর্টে। কিন্তু তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে মানবসম্পদ খাতে বিনিয়োগের ঘাটতি থাকায় উন্নয়নের জন্য আবশ্যকীয় মানব সম্পদ তৈরি হয় না।

অংশগ্রহণের সুযোগ না থাকলে বিচ্ছিন্নতা তৈরী হয় এবং যে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে কেন্দ্র করে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণীত হয়, তারা যথাযথ সুফল লাভে বঞ্চিত হয়।

ঔপনিবেশিক শাসন

তৃতীয় বিশ্বের অধিকাংশ রাষ্ট্রই দীর্ঘ সময় ঔপনিবেশিক শাসনাধীনে থাকার ফলে সুগভীর আর্থ - সামাজিক, রাজনৈতিক সমস্যা নিয়েই স্বাধীনতা অর্জন করেছে। ঔপনিবেশিক শাসনের ফলে পুঁজি ঘাটতি, রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমে আমলাতন্ত্রের দৌরাত্ম্য, রাষ্ট্র পরিচালনায় দক্ষ রাজনৈতিক নেতৃত্বের অভাব তৈরি হয়েছে।

প্রযুক্তি ও কারিগরী জ্ঞানের অভাব

উন্নয়নের জন্য উপযুক্ত প্রযুক্তি এবং কারিগরী জ্ঞান অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রগুলো উভয় ক্ষেত্রেই উন্নত রাষ্ট্রের উপর নির্ভরশীল। ফলে উন্নয়ন সংক্রান্ত জাতীয় পুঁজির বড় অংশ বিদেশী প্রযুক্তি এবং কারিগরী জ্ঞান সংগ্রহে ব্যয় করতে হয়। প্রয়োজনীয় অর্থের অভাবে প্রযুক্তি এবং কারিগরী জ্ঞানের বিকাশ ঘটানোও সম্ভব হয় না।

অংশগ্রহণের সমস্যা

সাম্প্রতিক ধারণা মোতাবেক যে কোন উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য জনগণের সরাসরি অংশগ্রহণ একান্ড় প্রয়োজন। অংশ গ্রহণের সুযোগ না থাকলে বিচ্ছিন্নতা তৈরী হয় এবং যে দরিদ্র জনগোষ্ঠিকে কেন্দ্র করে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণীত হয়, তারা যথার্থ সুফল লাভ থেকে বঞ্চিত হয়। ফলে উন্নয়নে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয়ই করা হোক না কেন প্রকৃত উন্নয়ন সঠিক হয় না। উন্নয়ন কার্যক্রমে অধিকহারে জনগনের অংশগ্রহণ না থাকায় তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহে কাঙ্খিত সফলতা লাভ করা যাচ্ছে না। এছাড়া দক্ষ জনশক্তি ও বৈদেশিক মুদ্রার অভাব, প্রতিকুল সামাজিক ধর্মীয় অনুশাসন, রাজনৈতিক নেতৃত্বের ব্যর্থতা ইত্যাদি উন্নয়নের পথে সমস্যা সৃষ্টি করে।

শিক্ষাক্ষেত্রে যেকোন ব্যক্তির বিনিয়োগকৃত অর্থ থেকে পরবর্তিতে প্রাপ্ত মুনাফার পরিমাণ সঞ্চয়ী ব্যাংকে খাটানো সমপরিমাণ অর্থের মুনাফার হারের চেয়ে বেশী।

উন্নয়ন সমস্যা দূরীকরণ

তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নে বিদ্যমান সমস্যাগুলো দূরীকরণে নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা প্রয়োজন।

শিক্ষা বিস্তার কার্যক্রম

শিক্ষার ব্যাপক বিস্তার ছাড়া প্রকৃত দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব নয়। শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমেই মানব উন্নয়ন সম্ভবপর। দক্ষ জনগোষ্ঠী তৈরি করতে হলে শিক্ষা খাতে ব্যাপক বিনিয়োগ করতে হবে। উন্নত রাষ্ট্রগুলোর তুলনায় অনুন্নত রাষ্ট্রগুলোতে শিক্ষাখাতে ব্যয় অত্যন্ড় কম থাকে। সে কারণে প্রয়োজনীয় শিক্ষা বিস্তার ঘটছে না। গ্যারী এস বেকার (Gary S Beeker) 'Underinvestment in College Education (1960)` শীর্ষক প্রবন্ধে গবেষণার মাধ্যমে উল্লেখ করেন কলেজ শিক্ষায় যে কোন ব্যক্তির বিনিয়োগকৃত অর্থ থেকে পরবর্তিতে প্রাপ্ত মুনাফার পরিমাণ সঞ্চয়ী ব্যাংকে খাটানো সমপরিমাণ অর্থের মুনাফার হারের চেয়ে অনেক বেশী।

উন্নয়নে বিরাজমান সস্যাবলী থেকে উত্তরণের জন্যে প্রাকৃতিক সম্পদের সদ্ব্যবহার, জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি, আর্থসামাজিক বুনিয়াদ স্থাপন। জনসম্পদ সৃষ্টির পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

মানব সম্পদ উন্নয়ন

মানব সম্পদের সার্বিক উন্নয়ন ছাড়া দীর্ঘমেয়াদী ও প্রযুক্তিগত মানোন্নয়ন সম্ভব নয়। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো মানব সম্পদ জনিত গুরুতর ঘাটতির সম্মুখীন। মানব সম্পদের দক্ষতা এবং সদ্ব্যবহারেই দ্বারাই স্বনির্ভর -অব্যাহত উন্নয়ন বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে। এজন্য আনুষ্ঠানিক শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রকল্পে বিনিয়োগ এবং কর্মপ্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানব সম্পদের উন্নয়ন ঘটানো প্রয়োজন।

বৈষম্য হ্রাস

উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলোর চলমান উন্নয়ন কর্মকান্ড দারিদ্র্য বিমোচনে স্থায়ী কোন অবদান রাখতে পারছে না। আবার সমাজে প্রচন্ড বৈষম্যমূলক সম্পত্তি মালিকানা কাঠামো তৈরি হচ্ছে। একই সাথে ক্ষমতা এবং সুযোগের বন্টনও অসম। ফলশ্রুতিতে দারিদ্র্যপীড়িত জনগোষ্ঠীর মধ্যে দারিদ্র ব্যাপকতর হচ্ছে এবং সমাজে অসমতা তৈরি হচ্ছে। তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়ন সমস্যা দূর করতে হলে আয়-বন্টন, সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে অসমতা হ্রাস করতে হবে।

মূলধন গঠন

সাধারণতঃ কোন দেশের উন্নয়নে মূলধনের অভাব প্রধান সমস্যা হিসাবে আবির্ভূত হয়। ঐতিহাসিক কারণেই বাংলাদেশের মত অন্যান্য গরীব রাষ্ট্রগুলো মূলধন সমস্যায় জর্জরিত। উপযুক্ত উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হলেও প্রয়োজনীয় মূলধনের অভাবে প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন সম্ভব হয় না। জাতীয় সঞ্চয়ের হার বাড়ানোর মাধ্যমে জাতীয় মূলধন গঠন করা যায়।

সৎ উদ্যোক্তা সৃষ্টি

ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সৃষ্টিশীল ও দক্ষ উদ্যোক্তা শ্রেণী তৈরি করা আবশ্যক। দরিদ্র রাষ্ট্রে সরকারের পক্ষে সর্বক্ষন প্রয়োজনীয় পুঁজি যোগান দেয়া সম্ভব নয়। এমতাবস্থায় উদ্যমী উদ্যোক্তা শ্রেণী দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখতে পারে। উন্নয়ন -কামী রাষ্ট্রের উদ্যোক্তা শ্রেণীর মধ্যে সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণ, দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগের পরিবর্তে স্বল্প পরিশ্রমে স্বল্প মেয়াদী

বিনিয়োগের দ্বারা অধিক মুনাফা অর্জনের আগ্রহ দেখা যায়। সৎ এবং সাহসী উদ্যোক্তা শ্রেণী তৈরির মাধ্যমে উন্নয়নের সমস্যা অনেকাংশে নিরসন করা যাবে।

ঐকমত্য সৃস্টি

অধিকাংশ উন্নয়নশীল রাষ্ট্রেই রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ঐকমত্যের অভাব দেখা দেয়। ঐকমত্যের অভাব থেকে তৈরি হয় রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা। এই অস্থিতিশীলতা উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে গুরুতরভাবে বিঘ্নিত করে। তাই উন্নয়ন সমস্যা থেকে মুক্তি লাভের জন্য রাজনৈতিক দলসমূহকে প্রয়োজনীয় বিষয়গুলোতে ঐকমত্যে পৌঁছুতে হবে। এছাড়াও উন্নয়নে বিরাজমান সমস্যাবলী থেকে উত্তরনের জন্য প্রাকৃতিক সম্পদের সদ্বব্যবহার, জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি, আর্থ-সামাজিক বুনিয়াদ স্থাপন, জনসম্পদ সৃষ্টির পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

সারকথা : *বর্তমান সময়ে উন্নয়ন বলতে আমরা প্রবৃদ্ধি- আয় বন্টনে সমতা এবং জনগণের অংশগ্রহণ- এই তিনটি শর্তপূরণ বুঝি। শুধুমাত্র প্রবৃদ্ধির নিরীখে উন্নয়নকে সংজ্ঞায়িত করা যায় না। তৃতীয় বিশ্বের প্রতিটি দেশেই উন্নয়নের প্রানান্ড়কর চেষ্টা চলছে। পুঁজির অভাব, মানব সম্পদের উন্নয়ন, ঔপনিবেশিক শোষণ, প্রযুক্তির সীমাবদ্ধতা ইত্যাদি কারণে তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রগুলোতে প্রয়োজনীয় উন্নয়ন হচ্ছে না। সৎ ও সাহসী উদ্যোক্তা সৃষ্টি, রাজনৈতিক ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা, বৈষম্য দূরীকরণ এবং মানব সম্পদ উন্নয়ন ঘটিয়ে বিদ্যমান দারিদ্র্যবস্থা দূর করা সম্ভব। উন্নয়নের জন্যে সর্বপ্রথম শিক্ষাবিস্তারে মনোনিবেশ করতে হবে।*

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরটি লিখুন।

১। উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন-
   ক. শিক্ষা বিস্তার;
   খ. সামরিক শাসন;
   গ. ধর্মান্ধতা;
   ঘ. সন্ত্রাস।

২। মূলধন সমস্যার কারণে- তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়ন-
   ক. গতিশীল হয়;
   খ. বিঘ্নিত হয়;
   গ. মূলধন গুরুত্বপূর্ণ নয়;
   ঘ. গতিশীল হয় না।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১। উন্নয়ন = প্রবৃদ্ধি + সমতা + জনগণের অংশগ্রহণ - আলোচনা করুন।

২। উন্নয়নের জন্য ঐক্যমত্য সৃষ্টি কেন প্রয়োজন ?

৩। মানব সম্পদ বলতে কি বোঝায় ?

রচনামুলক প্রশ্ন

১. উন্নয়ন সমস্যা দূরীকরণের উপায়সমূহ আলোচনা করুন।

উত্তরমালা: ১.ক, ২.খ

সহায়ক গ্রন্থ

১. ডঃ আবু মাহমুদ 'উন্নয়ন উচ্ছাস ও তৃতীয় বিশ্ব' (১৯৮৪)

পাঠ - ২

উন্নয়ন পরিকল্পনা ও পল্লী উন্নয়ন

Development Planning and Rural Development

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি —

- পরিকল্পনা, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা এবং উন্নয়ন পরিকল্পনা দ্বারা কি বোঝায় তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- পল্লী উন্নয়ন-এর ধারণাসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন ।
- বাংলাদেশে পল্লী উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

পরিকল্পনা

বর্তমান যুগকে পরিকল্পনার যুগ বলা যায়। উন্নয়ন সংক্রান্ত যে কোন কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করতে হলে পরিকল্পনা প্রণয়ন করতেই হয়। 'পরিকল্পনা' বলতে আমরা বুঝি -সর্বোত্তম বিকল্প পদ্ধতি বাছাই করা যার মাধ্যমে নির্দিষ্ট কিছু লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব হবে। এই লক্ষ্য অর্জন সম্ভব হবে সচেতন, বিরামহীন এবং সংগঠিত প্রচেষ্টার দ্বারা। পরিকল্পনা সম্পর্কিত আলোচনার ক্ষেত্রে পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা সকল মহলে স্বীকৃত। বরং আলোচ্য বিষয় হলো 'পরিকল্পনার আকার'।

অর্থনৈতিক পরিকল্পনা

অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্য হল অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করা।

অর্থনৈতিক পরিকল্পনার একটি প্রধান উদ্দেশ্য অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন। বাংলাদেশের মত তৃতীয় বিশ্বের একটি রাষ্ট্রও অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রয়োজনে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ করছে। কোন একটি দেশে পরিকল্পিত ও সুচিন্তিত কর্মসূচীসমূহ -যেগুলো অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা করে, সেগুলোকে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বলা যায়। কোন সম্পদই অসীম নয়। সম্পদের সীমাবদ্ধতা এবং সকল সমাজ, রাষ্ট্রেই রয়েছে। সীমিত সম্পদকে যথাযথ ভাবে ব্যবহার করে জীবন যাত্রার মান উন্নয়নের জন্য ধনী-দরিদ্র, সব দেশেই অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় এর মাধ্যমে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জনের চেষ্টা চলে। বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ অর্থনৈতিক পরিকল্পনাকে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন।

ডিকিনসন

কোন একটি সুনির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ যখন ব্যাপক জরিপের ভিত্তিতে কোন উৎপাদনের পরিমাণ এবং বন্টন সংক্রান্ড় অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, তাকে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বলা যায়।

বারবারা উটন

সরকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সুচিন্তিত ও সুবিবেচিত অর্থনৈতিক গুরুত্বাবলীর নির্বাচনকেই অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বলা যায়।

উন্নয়ন পরিকল্পনা

অনুন্নত রাষ্ট্রগুলো উন্নয়ন প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন করার জন্যে উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করে থাকে।

দরিদ্র রাষ্ট্রসমূহে সম্পদের ব্যাপক সীমাবদ্ধতা থাকায় উন্নয়ন প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন করার জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। অবশ্য উন্নত দেশগুলোতেও উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। যে কোন উন্নয়ন পরিকল্পনাই কিছু সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সামনে রেখে প্রণয়ন করা হয়। বাস্তবতা বিবেচনা না করে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হলে সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নয়নের পরিবর্তে সম্পদহানি ঘটে। এজন্য দেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হলে আর্থিক সক্ষমতা বিবেচনায় রাখতে হয়।

উন্নয়ন পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য

- উন্নয়নের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য সব প্রকল্প ও কর্মসূচী সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়। একই সঙ্গে সর্বমোট কি পরিমান সম্পদ (আর্থিক, বস্তুগত ও জনসম্পদ) এবং সময় প্রয়োজন হবে তা বিশ্লেষণ করা হয়,

- পরিকল্পনার প্রধান খাতগুলো স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা থাকে এবং উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রধান লক্ষ্য মাত্রা কি তা নির্ধারণ করা হয়
- উন্নয়ন পরিকল্পনা দ্বারা উৎপাদনের লক্ষ্য মাত্রায় পৌঁছুনো সম্ভব হলে, সময়ের ভিত্তিতে, উৎপাদিত সম্পদের যথাযথ মূল্য নিরূপন করা হয়।
- উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নকালীন সময়ে কতগুলো বিষয়ে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হয়। যেমন - জাতীয় উৎপাদন, কর্মসংস্থান ও বিনিয়োগ হার, মূল্য পরিস্থিতি ইত্যাদি।

পল্লী উন্নয়ন

পল্লী সসম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে পল্লী অঞ্চলের জনগণের অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং জীবন যাত্রার মানোন্নয়নই পল্লী উন্নয়নের উদ্দেশ্য।

পল্লী উন্নয়ন বলতে বোঝায়, পল্লী এলাকায় বসবাসরত জনগণের (বিশেষতঃ দরিদ্র পরিবার) জীবন মানের ত্বরিত উন্নয়ন। এই উন্নয়নের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে দারিদ্র্য পীড়িত জনগোষ্ঠীর মৌলিক চাহিদা পূরণ। খুব সংক্ষেপে 'পল্লী উন্নয়ন'কে এভাবে ব্যাখ্যা করা যায়-পল্লী সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে পল্লী জনসাধারণের অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং জীবন যাত্রার মানোন্নয়ন। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে উন্নয়নের জন্য দৈহিক শ্রম ব্যতীত অন্য কোন পুঁজি পল্লী অঞ্চলের দরিদ্র জনসাধারণের থাকে না। আবার, দৈহিক শ্রম বিনিয়োগেও বিভিন্ন প্রতিকূলতা বিদ্যমান। শ্রম প্রয়োগের জন্য কাজের অভাব, মজুরীর নিম্নহার ইত্যাদি কারণে এক মাত্র পুঁজিরও (দৈহিক শ্রম) সদ্ব্যবহার হয় না। এ সমস্ত কারণে পল্লী অঞ্চলের অধিকাংশ জনগোষ্ঠী নিদারুন দারিদ্র্য অবস্থার মধ্যে জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়। যেহেতু তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহে অধিকাংশ জনগণই পল্লী অঞ্চলে বসবাস করে, সেহেতু পল্লী জনগণের উন্নয়নের মধ্যেই উন্নয়নের বাস্তব তাৎপর্য নিহিত। উন্নয়ন প্রক্রিয়ার মধ্যে পল্লীর দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে অন্ড়র্ভুক্ত করা না হলে এর্বং তাদের অংশ গ্রহণের সুযোগ না থাকলে উন্নয়নের ফল লাভ অসম্ভব। বর্তমানে, পৃথিবীর সকল উন্নয়নশীল দেশেই 'পল্লী উন্নয়ন প্রক্রিয়া' জাতীয় উন্নয়ন নীতির সংশ্লিষ্ট নীতি হিসাবে বিবেচিত হয়।

পল্লী উন্নয়ন প্রক্রিয়া বাস্ড়বায়নে বিভিন্ন সমস্যা দেখা যায়

- **প্রথমত:** পল্লী অঞ্চলে বসবাসরত পরিবারগুলোর আর্থ -সামাজিক রাজনৈতিক অবস্থান অভিন্ন নয়। অথচ সকল পরিবারকে তথা প্রতিটি ব্যক্তিকে পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করা প্রয়োজন।
- **দ্বিতীয়ত:** পল্লী অঞ্চলে বসবাসকারী ব্যক্তিদের ব্যক্তিগত মেধা, দক্ষতা, মানসিকতা, উদ্যোগও বিভিন্ন ধরনের এবং এদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সাধারণ জ্ঞানের মাত্রার ক্ষেত্রের বিভিন্নতা বিদ্যমান।
- **তৃতীয়ত:** পল্লী উন্নয়নের জন্য কি করা প্রয়োজন, উন্নয়নের সঠিক পদ্ধতি কি, বিদ্যমান অবকাঠামো উপযুক্ত কি না ইত্যাদি জটিল প্রশ্নের মীমাংসা করতে হয়।
- পল্লী উন্নয়নের ক্ষেত্রে যে সমস্ত সমস্যা রয়েছে তা দূর করার উপায়সমূহ নিম্নলিখিত ভাবে চিহ্নিত করা যায়

১. জীবন যাত্রার মানোন্নয়ন;
২. মূলধন গঠন;
৩. শহর এবং পল্লীর বৈষম্য দূরীকরণ;
৪. গ্রামীণ পুঁজির শহর মুখী স্থানান্তর হ্রাস;
৫. জনশক্তির যথাযথ ব্যবহার;
৬. পরিকল্পনার লক্ষ্য অর্জন সম্ভব হবে সচেতন,বিরামহীন এবং সংগঠিত প্রচেষ্টার দ্বারা।

বাংলাদেশ ও পল্লী উন্নয়ন

বাংলাদেশে সমগ্র জনসংখ্যার অধিকাংশ (৮০ভাগের উর্ধ্বে) পল্লী অঞ্চলে ব্যাপক দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাস করে। গণ দারিদ্র্যের এই গতি হ্রাস সম্ভব না হলে সকল উন্নয়ন কার্যক্রম ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। এজন্যই বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে পল্লী উন্নয়ন একান্ত প্রয়োজন। বাংলাদেশের পল-ী অঞ্চলে কতগুলো স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। যেমন, ধনী পরিবারের সংখ্যা অত্যন্ত অল্প (৭-৮ভাগ), মধ্যবিত্ত পরিবারের সংখ্যাও কম (১২-১৪ভাগ) এবং বাকী ৮০ভাগই নিু আয়ভুক্ত পরিবার।

সারণী

ভূমি মালিকানা অনুযায়ী গ্রামীণ পরিবারের সংখ্যা ও বৈশিষ্টসমূহ

ভূমি মলিকানা	পারিবারিক সংখ্যা (%)	পারিবারিক গড় জমি (একর)	দারিদ্র্যপীড়িত পরিবারের সংখ্যা
ভূমিহীন	৪৯.৫	০.১২	৭৩.৫
প্রান্তিক	১২.২	০.৩০	৬০.৯
ক্ষুদ্র মাধ্যম	২০.০	০.১৭	৪৪.৫
বৃহৎ	৬.২	৯.০৭	৯.১
মোট পরিবার	১০০.০	১.৪৪	৫৫.৪

সূত্রঃ

বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা; ১৩ খন্ড,১৪০২ বাংলা; ২:২

উপরোক্ত সারণী থেকে বলা যায়, পল্লী উন্নয়নের মধ্যেই বাংলাদেশের প্রকৃত উন্নয়ন নিহিত। বর্তমান বাস্তবতায় বাজেটের শতকরা ৮০ ভাগই পল্লী অঞ্চলের জন্য বরাদ্দ করা প্রয়োজন। পল্লীর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রয়োজনকে সর্বাগ্রে বিবেচনা করা উচিৎ। কেননা, দারিদ্র্য, শিক্ষার অভাব, স্বাস্থ্যহীনতা এই জনগোষ্ঠীর সার্বক্ষণিক সঙ্গী। অথচ, বাস্তবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, জাতীয় বাজেটের অর্ধেকও পল্লীর জনগণের জন্য বরাদ্দ করা হয় না। এমন কি বরাদ্দকৃত অর্থের বড় একটি অংশ বিভিন্ন বিনিয়োগের মাধ্যমে শহরে চলে আসে।

বাংলাদেশে অনেকগুলো উন্নয়ন প্রকল্প রয়েছে যেগুলো সরাসরি পল্লী উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। এছাড়াও পল্লী উন্নয়ন বাজেট, পল্লী বিদ্যুৎ, বার্ষিক কৃষি উন্নয়ন বাজেট সম্পূর্ণভাবে পল্লীখাতে ব্যয় করা হয়। একই সাথে, বাজেটের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কুটীর শিল্প ও যাতায়াত খাতের কিছু অংশ পল্লী উন্নয়নে ব্যয় হয়। তথাপি সার্বিক পল্লী উন্নয়ন সম্ভব হচ্ছে না। এর পেছনে বিভিন্ন কারণ চিহ্নিত করা যায়। যেমন, পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পগুলো পরনির্ভরশীল। আবার অত্যন্ত সীমিত আকারের বলে অধিকাংশ পরিবার প্রকল্পের বাইরে থাকে। সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়হীনতা, প্রকল্প-নির্বাহ ব্যয় অতিরিক্ত, প্রকল্প কমিটি ও স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে মতবিরোধ ও উন্নয়ন ক্ষেত্রে সমস্যা সৃষ্টি করে থাকে। তবে, জনগণের সরাসরি অংশগ্রহণ সুবিধার অভাবকে পল্লী উন্নয়নের প্রধান অন্তরায় হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। অধিকাংশ প্রকল্পেই দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে টার্গেট গ্রুপ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। কিন্তু প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণে জনগণের সরাসরি ভূমিকা রাখার সুযোগ থাকে না। তাই, বলা যায় পল্লী উন্নয়ন বাস্তবায়নের জন্য সরকারী-বেসরকারী পর্যায়ে অসুবিধাগুলো দূর করার জন্য সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত নিতে হবে এবং গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণে দরিদ্র জনসাধারণের প্রত্যক্ষ ভূমিকার সুযোগ থাকতে হবে।

জনগণের সরাসরি অংশ গ্রহণের সুবিধার অভাবকে পল-ী উন্নয়নের প্রধান অন্ড়রায় হিসাবে চিহ্নিত করা যায়।

প্রধান কয়েকটি পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পের তালিকা

১. বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড, ২. শিক্ষা ও ভূমি ত্রাণ মন্ত্রণালয়, ৩. স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ৪. বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প উন্নয়ন (বিসিক), ৫. যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ৬.সমাজ সেবা প্রতিষ্ঠান, ৭. মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, ৮. স্থানীয় সরকার ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যুরো, ৯. কৃষি ব্যুরো অধিদপ্তর, ১০. পশু পালন অধিদপ্তর, ১১, মৎস্য বিভাগ, ১২. কারিগরী সহায়ক প্রকল্প

উৎস: বি আই ডি এস রিপোর্ট, ঢাকা ১৯৯৫

সারকথা: *সীমাবদ্ধ সম্পদ ব্যবহার নিশ্চিত করে উন্নয়ন বাস্তবায়ন করার জন্যে দরিদ্র দেশগুলোতে উন্নয়ন পরিকল্পনা গৃহীত হয়। আবার, গ্রাম নির্ভর দেশগুলোতে, পল্লী এলাকার বসবাসরত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবন মানের দ্রুত উন্নয়নের জন্যে পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচী প্রণীত হয়। পল্লী সম্পদের সুষ্ঠু ও যথাযথ ব্যবহার করে পল্লী জনগণের অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং জীবন যাত্রার মানোন্নয়নই এর লক্ষ্য। তৃতীয় বিশ্বের অধিকাংশ লোক গ্রামাঞ্চলে বাস করে বিধায় পল্লীউন্নয়নের মধ্যেই উন্নয়নের মূল সাফল্য নিহিত। বাংলাদেশের পল্লী অঞ্চলে দারিদ্র্য, শিক্ষার অভাব, স্বাস্থ্য সুবিধার অভাব প্রকট। অথচ জাতীয় বাজেটে পল্লীউন্নয়ন খাতে যথেষ্ট অর্থ বরাদ্দ হয় না।*

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরটি লিখুন।

১. অথনৈতিক পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্য-

ক. অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন;

গ. গড় আয় হ্রাস;

গ. ব্যাংকের মাধ্যমে জনগণকে অর্থ বিতরন;

ঘ. চড়াসুদে ঋণ প্রদান।

২. পল্লী জনগনের সার্বক্ষণিক সঙ্গী

ক. ডলার, ইয়েন, পাউন্ড;

খ. দারিদ্র্য শিক্ষার অভাব, স্বাস্থ্যহীনতা;

গ. আনন্দ, উৎসব, প্রাচুর্য;

ঘ. নির্বাচন,হরতাল, ভাংচুর।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১ অর্থনৈতিক পরিকল্পনা কি?

২ পল্লীউন্নয়ন বলতে কি বুঝায়?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। বাংলাদেশে পল্লী উন্নয়নের সমস্যাসমূহ আলোচনা করুন।

উত্তরমালা: ১. ক, ২. খ (মি:)

সহায়ক গ্রন্থ

১. *মোহাম্মদ জিয়াউল হক, 'উন্নয়ন অর্থনীতি ও পরিকল্পনা' (ঢাকা), ১৯৮৬।*

২. *মো: আবুল কাসেম, বাংলাদেশের পল্লী উন্নয়নে স্থানীয় প্রশাসনের গুরুত্ব', 'বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা' ১৩খন্ড ; ১৪০২ বাংলা।*

৩. *কামাল সিদ্দিকী, 'বাংলাদেশের গ্রামীন দারিদ্র্য, স্বরূপ ও সমাধান' ১৯৯০।*

পাঠ-৩

নারীমুক্তি ও উন্নয়ন

Woman Emancipation and Development

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি —

- নারীমুক্তি ও উন্নয়নের মধ্যে সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বাংলাদেশে নারী উন্নয়নের তাৎপর্য আলোচনা করতে পারবেন।

নারী মুক্তি এবং উন্নয়নের মধ্যে সম্পর্ক

যেহেতু যে কোন জনগোষ্ঠীর অর্ধেক অংশই নারী, সেহেতু যে কোন সমাজ বা রাষ্ট্রই উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সুফল লাভ করতে হলে নারীদের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। কিন্তু দীর্ঘদিন যাবৎ প্রচলিত পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নারীমুক্তি বিষয়টি অত্যন্ত জটিল এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রক্রিয়া। বিভিন্ন ধর্মীয় সামাজিক অনুশাসন ও পুরুষ আধিপত্যের বেড়াজাল নারী সমাজের প্রকৃত মুক্তি অর্জনের ক্ষেত্রে সমস্যা তৈরি করে। বর্হিজগতে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ধারায় অংশগ্রহণ এবং একই সাথে পারিবারিক কর্মকান্ডকে সমন্বিত করতে গিয়ে বিভিন্ন দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হয়। ১৯৬০ 'র শেষ এবং ১৯৭০'র দশকের শুরুতে একদল উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ গবেষণার ভিত্তিতে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছান যে, তৃতীয় বিশ্বে প্রচলিত উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় নারীরা অংশগ্রহণ করতে পারে না এবং যতদিন পর্যন্ত নারীরা এই প্রক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করবে না ততদিন পর্যন্ত নারীমুক্তি এবং সমাজের প্রকৃত উন্নয়ন সম্ভব নয়। এই চিন্তা ভাবনার প্রভাবেই জাতিসংঘ ১৯৭৫ সাল থেকে আন্তর্জাতিক নারী বিষয়ক বিভিন্ন ইস্যু আলোচনা ও গবেষণার জন্য 'United Nations International Research and Training Institute for the Advancement of Woman' (INSTRAW) নামে একটি বিশেষ সংগঠন গঠন করে। পরবর্তীতে ১৯৭৯ সালে নারী অধিকার (Women Convention) বা CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) সনদে নারীর প্রতি সকল ধরনের বৈষম্য অবসানের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হয়েছে। যা সনদে স্বাক্ষরকারী সকল সদস্য রাষ্ট্র মেনে চলতে বাধ্য। তথাপি লক্ষ্য করা যায় যে, এখনো পর্যন্ত, বিশেষত: তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রগুলোতে নারীমুক্তি বিষয়ে বিশেষ অগ্রগতি সাধিত হয় নি। একই সাথে উন্নয়ন ধারায় নারীদের ব্যাপক অংশ গ্রহণের ক্ষেত্রে এখনো সমস্যা তৈরি হচ্ছে। একদিকে, নারী শ্রম অপেক্ষাকৃত সস্তা হওয়ার কারণে তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রগুলোতে উন্নয়ন কার্যক্রমে নারীদের অংশগ্রহণের সুযোগ সম্ভাবনা বেড়েছে। অন্যদিকে বহুবিধ কুসংস্কার এবং অনুশাসন নারী সমাজের মুক্তি প্রক্রিয়াকে বিঘ্নিত করছে।

যতদিন পর্যন্ত নারীরা উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করতে পারবে না ততদিন পর্যন্ত নারী মুক্তি এবং সমাজের প্রকৃত উন্নয়ন সম্ভব নয়।

সারণী-১

বাংলাদেশে শিক্ষিতা বিবাহিতা মহিলাদের চাকুরী না করার প্রধান কারণ

কারণ	শতকরা কত ভাগ
শিশু পালন	২৪.০
স্বামী বা পরিবারের আপত্তি	২০.০
সংসার ও চাকুরী দুই কাজের ভার নেওয়া সম্ভব নয়	১৪.১
পছন্দ মত চাকুরীর অভাব	১৭.৪
চাকুরীর প্রয়োজন নেই	৭.৪
চাকুরী করার ইচ্ছা নেই	৫.৪
শিক্ষাগত যোগ্যতা কম	৬.৩
অন্যান্য	৪.২
মোট	১০০.০

সূত্র: বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা, ১৩ খন্ড, ১৪০২ বাংলা।

উপরোক্ত ছক পর্যালোচনা থেকে বোঝা যায়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাংসারিক বিভিন্ন দায় দায়িত্ব (যা একচেটিয়া ভাবে নারীদের কর্তব্য বলেই ধরে নেয়া হয়) এবং বিধি-নিষেধের কারণেই নারীরা ঘরের বাইরে আসতে পারছেন না।

বাংলাদেশের ১৯৭২ সালের সংবিধানের ২৭ এবং ৩১ নং ধারায় আইনের দৃষ্টিতে সমতার মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে এবং নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল ব্যক্তিকে আইনগত সহায়তা লাভের সমান অধিকার দেয়া হয়েছে। বাংলাদেশ সংবিধানের ২৮ নং ধারা অনুসারে কোন ব্যক্তি লিঙ্গীয় কারণে রাষ্ট্রীয় বৈষম্যের স্বীকার হবে না এবং রাষ্ট্রীয় ও জনজীবনের সকল ক্ষেত্রে নারী পুরুষের সমান সুযোগ লাভের কথাও বলা হয়েছে। উপরোক্ত ধারাগুলো একটি গণতান্ত্রিক সংবিধানের মৌলিক শর্ত পূরণ করে নারী-পুরুষ সমানাধিকারের নিশ্চয়তা প্রদান করেছে। কিন্তু, বাংলাদেশ, সংবিধানের এই সব অঙ্গীকারগুলো বাস্ড়বে পূরণ না হওয়ায় নারীর সাংবিধানিক অধিকার রক্ষিত হয় নি এবং উন্নয়ন প্রক্রিয়া নারীর যথাযথ অংশগ্রহণও নিশ্চিত হয় নি।

নারী মুক্তির বর্তমান এজেন্ডার গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো সম অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং ক্ষমতায়ন। নারীর সম-অধিকার প্রতিষ্ঠা সম্ভব হলে তা সমগ্র উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সুফল আনবে। এই সুফল অর্জন করতে হলে প্রচলিত দ্বন্দ্ব সংশয় পরিহার করা প্রয়োজন। একই সাথে নারী সমাজের যোগ্যতা অর্জনও গুরুত্বপূর্ণ দিক হিসাবে বিবেচনা করতে হবে। নারীরা যদি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, সমাজ বা রাষ্ট্র পরিচালনা প্রভৃতি ক্ষেত্রে অবদান রাখার যোগ্যতা অর্জন করতে সক্ষম হয় তাহলেই পুরুষের সাথে সমকক্ষতা অর্জনের প্রতিযোগিতা করতে পারবে। নারী সমাজের মুক্তি না হওয়া পর্যন্ড় কোনভাবেই প্রকৃত উন্নয়ন বাস্তবায়ন সম্ভব নয়।

বাংলাদেশ ও নারী উন্নয়ন

পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে যে, প্রকৃত 'উন্নয়ন' বাস্তবায়িত করতে হলে উক্ত প্রক্রিয়ায় নারীদের অংশগ্রহণ একান্ড় আবশ্যক। সে সাথে নারী সমাজের বর্তমান অবস্থানের ব্যাপক উন্নতি ঘটানো প্রয়োজন। বাংলাদেশের উন্নয়নের ক্ষেত্রেও এ কথাগুলো সত্য। সামগ্রিক দৃষ্টিকোন থেকে বিবেচনা করলে দেখা যায়, নারী উন্নয়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশে এখনো পর্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ অগ্রগতি সাধিত হয় নি। যদিও নারীদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ঘটছে। বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে নারী সমাজের ভূমিকা বাড়ছে। নারী অধিকার আন্দোলন প্রসারিত হচ্ছে তথাপি দেশের অধিকাংশ নারীই এই প্রক্রিয়াগুলোর বাইরে অবস্থান করেন। কেননা, গ্রাম নির্ভর বাংলাদেশের মৌলিক কাঠামো পরিবারে কাজের প্রকৃতি বংশানুক্রমিক ভাবে নির্দিষ্ট থাকে। পরিবারগুলো পিতৃতান্ত্রিক আদর্শ এবং নিয়মকানুন দ্বারা পরিচালিত হয়। এমতাবস্থায় সন্ড়ান লালন-পালন, রান্না-বান্না, ঘর-গৃহস্থালী পরিস্কার করা - এগুলোই একজন গ্রামীণ নারীর কাজ হিসাবে বিবেচিত। যদিও বিভিন্ন বেসরকারী এবং সরকারী কর্মকান্ডের ফলে গ্রামীণ সমাজের বিদ্যমান পরিবার কাঠামোতে কিছুটা আলোড়ন তৈরি হয়েছে তবু শিক্ষা ও সচেতনতার অভাবে নারী মুক্তি এবং নারী উন্নয়ন ত্বরান্বিত হচ্ছে না। বহির্জগতের কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ সীমিত থাকার ফলে নারীদের মধ্যে অধিকার বোধ প্রবল হয় না। নারীদের প্রতি কোন প্রকার বৈষম্য যদিও আইনগত ভাবে নিষিদ্ধ তবু বাংলাদেশের নারীরা (এমনকি শহুরে শিক্ষিত নারীরাও) প্রতিনিয়ত বিভিন্ন ধরনের বৈষম্যের স্বীকার হয়। এই বৈষম্য- অসাম্য বলবৎ থাকা অবস্থায়-নারী সমাজের মুক্তি অর্জন সম্ভব নয়। নারীর প্রতি বৈষম্য বিলোপ এবং নারী উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য নিম্মোক্ত প্রস্তাবসমূহ বাস্ড়বায়ন আবশ্যক।

নারীদের প্রতি যে কোন প্রকার বৈষম্য যদিও আইনগত ভাবে নিষিদ্ধ তবু বাংলাদেশের নারীরা (এমনকি শহুরে শিক্ষিত) প্রতিনিয়ত বিভিন্ন ধরনের বৈষম্যের স্বীকার হয়।

- নারী শিক্ষার দ্রুত প্রসার;
- ধর্মীয় এবং সামাজিক কুসংস্কার দূর করার জন্য সামাজিক আন্দোলন বৃদ্ধি;
- অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নারীদের অধিকতর অংশগ্রহণ;
- নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক যে কোন পদক্ষেপ রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের মাধ্যমে দমন করা;
- নারী সমাজের সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য ব্যাপক প্রচার - প্রচারনা

সারকথা: *যে কোন জনগোষ্ঠীর অর্ধেক অংশ নারী। তাই উন্নয়ন এজেন্ডায় নারীদের অন্ড়র্ভুক্ত করা না হলে তা থেকে কোন সুফল আসতে পারে না। বহুযুগের প্রচলিত পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা নারীমুক্তি ও নারীর ভাগ্যোন্নয়নে বাঁধা হিসেবে কাজ করছে। ১৯৭৫ সালে 'সিডও সনদ'র মাধ্যমে নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য অবসানের অঙ্গীকার করা হয়েছে, যদিও বাংলাদেশসহ তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশেই এখনো সিডও সনদের বাস্তবায়ন হয়নি। ধর্মীয় ও সামাজিক কুসংস্কার রোধ, নারী সমাজের সচেতনতা বৃদ্ধি ও শিক্ষা প্রসার সর্বোপরি যথাযথ রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের মাধ্যমে নারী সমাজের উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব।*

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরটি লিখুন।

১. ঈউউঅড সনদের মাধ্যমে-
ক. নারী নির্যাতনকে বৈধ বলে গণ্য করা হয়;
খ. উন্নয়ন কার্যক্রমে নারীদের অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ করা হয়;
গ. পুরুষদের বহুবিবাহ বৈধ ঘোষণা করা হয়;
ঘ. নারীর প্রতি সকল বৈষম্য রহিত করার ঘোষণা দেয়া হয়।

২. প্রকৃত উন্নয়ন বাস্তবায়নের জন্য-
ক. সমাজে পুরুষাধিপত্য একান্ত প্রয়োজন;
খ. নারীদের গৃহে আবদ্ধ রাখা উচিত;
গ. নারীমুক্তি প্রক্রিয়া জোরদার করতে হবে;
ঘ. সকল চাকুরী থেকে নারীদের ছাঁটাই করা প্রয়োজন।

৩. গ্রামীণ বাংলাদেশের পরিবার গুলো-
ক. পিতৃতান্ত্রিক;
খ. পুরুষ এবং নারী সমান ক্ষমতা সম্পন্ন;
গ. নারী অধিকার রক্ষা করে;
ঘ. মাতৃতান্ত্রিক।

৪. গ্রামীণ নারীর কাজ হিসাবে বিবেচিত-
ক. সারাদিন গাল-গল্প করা;
ধ. স্বামীর সাথে ক্ষেত-খামারে কাজ করা;
গ. সালিশ -দরবার করা;
ঘ. সন্তান লালন পালন, রান্না,ঘর-গৃহস্থালী পরিস্কার করা।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমুলক প্রশ্ন

১. সিডও সনদের মূল কথা কি?
২. উন্নয়ন এবং নারীমুক্তির সম্পর্ক উল্লেখ করুন।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. নারী মুক্তি এবং উন্নয়নের বাঁধাসমূহ আলোচনা করুণ।

উত্তরমালা: ১. ঘ, ২. গ, ৩. ক, ৪.ঘ।

সহায়ক গ্রন্থ

মেঘনাগুহ ঠাকুরতা এবং সুরাইয়া বেগম (সম্পাদিত), নারী: রাষ্ট্র, উন্নয়ন ও মতাদর্শ ১৯৯০

জনসংখ্যা ও উন্নয়ন

পাঠ-৪

Population and Development

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি —

- জনসংখ্যা ও উন্নয়নের মধ্যে সম্পর্ক আলোচনা করতে পারবেন।
- বাংলাদেশের জনসংখ্যার অবস্থা বর্ণনা করতে পারবেন
- মানব সম্পদ উন্নয়ন ও মানব উন্নয়নের সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

জনসংখ্যা ও উন্নয়ন

কোন দেশের জনসংখ্যা এবং উন্নয়নের মধ্যে একাধারে ইতিবাচক এবং নেতিবাচক সম্পর্ক বিদ্যমান। প্রথমে জনসংখ্যা এবং উন্নয়নের মধ্যে ইতিবাচক সম্পর্কগুলো আলোচনা করা প্রয়োজন। আমরা জানি, উৎপাদনের জন্য মূলধন এবং শ্রম আবশ্যক। প্রাকৃতিক সম্পদ কাজে লাগানোর মাধ্যমেই মানুষ নতুন সম্পদ সৃষ্টি করে। শ্রম ছাড়া কোন সম্পদ সৃষ্টি হওয়া সম্ভব নয়। এজন্যই প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ থাকা সত্ত্বেও উপযুক্ত জনসম্পদ না থাকলে উন্নয়ন বাস্তবায়ন করা যায় না। একটি দক্ষ জনশক্তিই তাদের কর্মশক্তি ও মেধা কাজে লাগিয়ে বস্তুগত মূলধন সদ্ব্যবহার করতে পারে। কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব অনুযায়ী বৃদ্ধি ততক্ষণ পর্যন্ত প্রয়োজনীয় যতক্ষণ সম্পদের তুলনায় কোন দেশের জনসংখ্যা কম থাকে। এ পর্যায়ে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে শ্রমের যোগান বৃদ্ধি পায় এছাড়াও শ্রমবিভাগ এবং বৃহদায়তন উৎপাদন ব্যবস্থা চালু করা যায়। ফলে দেশের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। একই সাথে অধিক কর্মসংস্থান ঘটে যা দেশের সার্বিক উন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা রাখে। তাহলে আমরা বলতে পারি, জনসংখ্যাকে সবসময় সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত করা উচিৎ নয়।

এবার জনসংখ্যা এবং উন্নয়নের মধ্যে নেতিবাচক সম্পর্ক আলোচনা করা হলো। কোন দেশে অপরিকল্পিত ভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকলে তা সামগ্রিক অর্থনীতিতে বিরূপ প্রভাব ফেলে। এর ফলে খাদ্য ঘাটতি, বেকারত্ব, স্বাস্থ্য সংকট, নিরক্ষরতার মত সমস্যা তৈরি হয়ে গণদারিদ্র সৃষ্টি করে। এছাড়াও অপরিকল্পিত জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে সরকারের পক্ষে জনগণের মৌলিক চাহিদাসমূহ যথাযথভাবে পূরণ করা সম্ভব হয় না। দারিদ্র্য বিমোচন ও উন্নয়নের জন্য অধিক অর্থ বরাদ্দ করা যায় না। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের মধ্যে ভারসাম্য না থাকলে মাথাপিছু আয় কমতে থাকে। ফলে জীবনযাত্রার ব্যয় বেড়ে যায় এবং জীবন যাত্রার মান নেমে যায়। অপরিকল্পিত জনসংখ্যার ফলে অদক্ষ শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং শ্রমের মূল্য কমতে থাকে। এদের কোনটিই উন্নয়নের জন্য সুফল আনয়ন করে না। প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ থাকা সত্ত্বেও উপযুক্ত জনসম্পদ না থাকলে উন্নয়ন বাস্ড়বায়ন করা যায় না।

বাংলাদেশে জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার (১৯০১-১৯৯১)

সন	জনসংখ্যা(মিলিয়ন)	গড় বাৎসরিক বৃদ্ধির হার(%)
১৯০১	২৮.৯২৭	-
১৯২১	৩৩.২৫৪	০.৫
১৯৪১	৪১.৯৯৯	১.৭
১৯৬১	৫০.৮৪০	২.০
১৯৮১	৮৭.১২০	২.৯
১৯৯১	১০৬.৩১৫	২.০

সূত্র: বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা; ১৩ খন্ড; ১৪০২ বাংলা, পৃষ্ঠা:১০২

জনসংখ্যা বিস্ফোরণ বর্তমান বাংলাদেশে একটি গুরুতর সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত। সংখ্যার দিক থেকে বিশাল অথচ দক্ষতার অভাবের ফলে এই জনসংখ্যা সম্পদের পরিবর্তে সমস্যায় পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ায় একটি জনবহুল দেশ। লোকসংখ্যা বর্তমানে প্রায় বারো কোটি ৪০ লাখ। আয়তন প্রায় ছাপান্ন হাজার বর্গমাইল। আয়তনের দিক থেকে বিবেচনা করলে, বাংলাদেশ পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা ঘনবসতিপূর্ণ দেশ। প্রতি বছর এখানে ৩৬ লক্ষ শিশু জন্মগ্রহণ করে এবং ১৩ লক্ষ শিশু মারা যায়। ফলে প্রতি বছরে প্রায় ২৩ লক্ষ বাড়তি জনসংখ্যা যোগ হচ্ছে। এ হারে চলতে থাকলে ২০১০ সাল নাগাদ বাংলাদেশের জনসংখ্যা দাঁড়াবে ১৬ কোটি। গত চার দশকে(১৯৫১-৯১) বাংলাদেশের লোক সংখ্যা প্রায় তিনগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৬%। গত প্রায় দুই দশকে (১৯৯১-৯৪) বাংলাদেশে উর্বরতার হার হ্রাস পেলেও (৬.৩ থেকে ৩.৪) জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার এখনো অনেক বেশী।

বাংলাদেশের জনবিস্ফোরণের পেছনে যে সব কারন বিদ্যমান, সেগুলো নিম্নরূপ :

- সামাজিক ও ধর্মীয় কুসংস্কার
- দারিদ্র্য
- বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ
- জীবন যাত্রার নিম্নমান
- যথাযথ শিক্ষা ও সচেতনতার অভাব
- মৃত্যু হার হ্রাস ও জন্মহার বৃদ্ধি
- সরকারী নীতিমালার সুষ্ঠু বাস্তবায়নের অভাব

মানব সম্পদ উন্নয়ন

আধুনিক ধারণায় জনসম্পদকে যে কোন দেশের সর্বাধিক মূল্যবান সম্পদ হিসাবে বিবেচনা করা হয়। বাংলাদেশের জন্য একই বক্তব্য প্রযোজ্য। মানুষ হলো অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপায় ও উদ্দেশ্য। মানব সম্পদের দক্ষতা এবং সামর্থের পার্থক্যের কারণে অন্যান্য প্রাপ্ত সম্পদের অভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন দেশের উন্নয়ন বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। মানব সম্পদের যৌক্তিক এবং দক্ষ ব্যবহারের মাধ্যমে স্বনির্ভর অব্যাহত উন্নয়ন সাধন সম্ভব। মানব সম্পদ খাতে ব্যয় যত বাড়বে শ্রমশক্তির দক্ষতা ও কুশলতা ততই বৃদ্ধি পাবে যা অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রধান ভূমিকা রাখে। প্রত্যেক সমাজেই আনুষ্ঠানিক শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রকল্পে বিনিয়োগ, কর্ম-প্রশিক্ষণ ইত্যাদির দ্বারা মানব সম্পদ সৃষ্টি করা হয়। যে সমাজে মানব সম্পদ উন্নয়ন খাতে বিনিয়োগ বেশী সেই সমাজের উন্নয়নের ধারাও শক্তিশালী। মানব সম্পদ উন্নয়ন, মানব উন্নয়নের একটি অংশ। মানব উন্নয়ন ধারণা সম্পর্কে নীচে আলোচনা করা হলো।

মানব সম্পদ উন্নয়ন, মানব উন্নয়নের একটি অংশ। আধুনিক ধারণায় জনসম্পদ যে কোন দেশের সর্বাধিক মূল্যবান সম্পদ হিসেবে বিবেচিত।

মানব উন্নয়ন

মানব উন্নয়ন একটি বিকাশমান ধারণা। ১৯৯০ সালে জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচী (ইউ.এন.ডি.পি) সর্ব প্রথম মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন প্রকাশ করে। এই প্রতিবেদনে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য মানব জাতিকে শোষণের সম্পদ বা মাধ্যম হিসাবে বিবেচনা করা হয় নি বরং মানব জাতিকে উন্নয়নের চূড়ান্ত লক্ষ্য মনে করা হয়েছে। মানব উন্নয়ন ধারণার লক্ষ্য উন্নয়নের জন্য শুধুমাত্র অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন নয়। এর উদ্দেশ্য হলো সকলের জন্য মৌলিক শিক্ষা, অপুষ্টি থেকে মুক্তি, বিশুদ্ধ পানির প্রাপ্যতা, প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবার মত বিষয়গুলো নিশ্চিত করা, মানব উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো-শিক্ষিত হওয়া, একটি সুন্দর জীবন উপভোগ এবং দীর্ঘ ও সুস্থ জীবন যাপন। অতিরিক্ত চাহিদা হিসাবে থাকে মানবাধিকার, আত্মসম্মান ও মানব স্বাধীনতা নিশ্চিত করা।

মানব উন্নয়নের প্রধান তিনটি নির্দেশক জন্মের সময় প্রত্যাশিত আয়ু, সাক্ষরতা এবং (গড়) আয়। পক্ষান্তরে মানব সম্পদ উন্নয়ন বলতে আমরা বুঝবো জনসমষ্টির দক্ষতার উন্নয়ন।

বিভিন্ন দেশের মানব উন্নয়ন পরিস্থিতি.১৯৯৬

দেশ	জন্মকালে প্রত্যাশিত আয়ু	বয়স্ক স্বাক্ষরতার হার	প্রকৃত মাথাপিছু দেশজ উৎপাদন ক্রয়ক্ষমতা সামাজিক (মার্কিন ডলার), ১৯৯৩	মানব উন্নয়ন অবস্থান ১৯৯৬
কানাডা	৭৭.৫	৯৯.০	২০.৯৫০	১
জাপান	৭৯.৬	৯৯.০	২০.৬৬০	৩
যুক্তরাষ্ট্র	৭৬.১	৯৯.০	২৪.৬৮০	২
ভারত	৬০.৭	৫০.৬	১২.৪০	১৩৫
পাকিস্তান	৬১.৮	৩৬.৪	২.১৬০	১৩৪
বাংলাদেশ	৫৫.৪	৩৭.০	১.২৯০	১৪৩

সূত্রঃ *মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন, ১৯৯৬*

সারকথাঃ *জনসংখ্যা এবং উন্নয়নের মধ্যে ইতিবাচক অথবা নেতিবাচক সম্পর্ক বিদ্যমান থাকতে পারে। একটি দক্ষ জনশক্তি বস্তুগত মূলধন সদ্ব্যবহার করে উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিতে পারে। অন্যদিকে অপরিকল্পিত এবং অদক্ষ জনসংখ্যা খাদ্য ঘাটতি, বেকারত্ব, স্বাস্থ্য সমস্যা প্রকট করে তোলে। মানব সম্পদ ও মানব উন্নয়নে জোর দিয়ে উপরোক্ত সমস্যাগুলো নিরসন করে প্রকৃত উন্নয়নের পথে ধাবিত হওয়া যায়। বাংলাদেশে ও জনবিস্ফোরণ গুরুতর সমস্যা হিসেবে বিরাজ করছে। এ জনগোষ্ঠী সংখ্যার দিক থেকে বিশাল অথচ দক্ষতাহীন।*

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরটি লিখুন।

১. ২০১০ সালে বাংলাদেশের জনসংখ্যা হবে-
ক. ১৫ কোটি;
খ. ৭ কোটি;
গ. ৮০ কোটি;
ঘ. ১১ কোটি।

২. বাংলাদেশে জনবিস্ফোরণের অন্যতম কারণ-
ক. প্রগতিশীল সমাজ ব্যবস্থা;
খ. সামরিক শাসন;
গ. বিদেশী সাহায্য;
ঘ. সামাজিক ও ধর্মীয় কুসংস্কার।

৩. মানব সম্পদ সৃষ্টির জন্যে প্রয়োজন-
ক. আনুষ্ঠানিক শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রকল্পে, কর্ম-প্রশিক্ষণে বিনিয়োগ;
খ. বিদেশী বিশেষজ্ঞ;
গ. রাষ্ট্রীয় আইন কানুন;
ঘ. খাদ্য সাহায্য।

৪. মানব উন্নয়নের সূচক-
ক. উচ্চতা, দৃষ্টিশক্তি, শরীরের জোর;
খ. নির্বাচনে অংশগ্রহণের সুযোগ পাওয়া;
গ. ভোটের সময় ভোট প্রদান;
ঘ. প্রত্যাশিত আয়ু, সাক্ষরতা এবং (গড়) আয়।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন প্রয়োজন?
২. মানব উন্নয়ন দ্বারা কি বুঝায়?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. জনসংখ্যা ও উন্নয়নের মধ্যে সম্পর্ক আলোচনা করুন।

উত্তরমালা: ১.ক, ২.ঘ, ৩. ক, ৪.ঘ

সহায়ক গ্রন্থ

১. মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন, ১৯৯৪ ও ১৯৯৬

অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিভিন্ন মডেল
Different Model of Economic Development

পাঠ - ৫

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি —

- অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলতে কি বুঝায় - তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিভিন্ন মডেল সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

অর্থনৈতিক উন্নয়ন

অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলতে কি বুঝায় - এর কোন একক সংজ্ঞা তৈরী করা সম্ভব নয়। কেননা বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ বিভিন্নভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ব্যাখ্যা করেছেন। এমন কি বিভিন্ন যুগে অর্থনৈতিক উন্নয়নকে বিভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। অষ্টাদশ শতকে বাণিজ্যতন্ত্রবাদ (Mercantilism) দেশের অভ্যন্তরে সোনা,রূপা সহ অন্যান্য মূল্যবান ধাতব দ্রব্যাদির আমদানী এবং সঞ্চয় বাড়ানোকেই উন্নয়ন মনে করা হতো। এ মতবাদের অন্যতম প্রবক্তা ফিলিপ ভন হরনিক(১৬৩৮-১৭১২)তাঁর "সবার উপরে অষ্ট্রিয়া, যদি শুধু সে ইচ্ছা করে" গ্রন্থে লিখেছেন দেশবাসীর উচিৎ যতবেশী সম্ভব দেশী জিনিষ ব্যবহার করা। বিদেশী জিনিষ যদি আনতেই হয়, তবে তা সোনা, রূপার বিনিময়ে নয়, বরং কোন দেশী জিনিষের বিনিময়ে আনতে হবে।

অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝিতে ভূমিবাদ বা ফিজিওক্র্যাসী (Physiocracy) মতবাদে, সকল সম্পদই শেষ পর্যন্ত জমি থেকে আসে। একমাত্রই ভূমিই উদ্বৃত্ত তৈরী করতে পারে। এ জন্য ভূমিকে কেন্দ্র করে যে সম্পদ বৃদ্ধি হয় এং মানব জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য আসে তাকেই উন্নয়ন মনে করা হয়।

অর্থনৈতিক উন্নয়ন হল এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পায় এবং সেই সঙ্গে সমাজের সকল স্ড়রের জনগণের জীবন যাত্রার মানেরও ঊধ্বগতি দেখা যায়।

বিংশ শতাব্দীর অর্থনীতিবিদরাও অর্থনৈতিক উন্নয়নকে বিভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা করেন। **জি.এ,.মেয়ার** (G.M.Meier) এবং আর.ই. বল্ডউইন (R.E Baldwin) **Õ**Economic Development' গ্রন্থে উলে-খ করেন, অর্থনৈতিক উন্নয়ন হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে কোন অর্থব্যবস্থায় দীর্ঘকালীন মেয়াদে প্রকৃত জাতীয় আয় বৃদ্ধি পায়। সে সাথে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের চেয়ে উন্নয়ন হার বেশী হলে মাথাপিছু প্রকৃত আয়ও বৃদ্ধি পায়।

Rostow তাঁর 'The Process of Economic Growth' গ্রন্থে অর্থনৈতিক উন্নয়নের কতগুলো প্রবণতা উল্লেখ করেন। এগুলো হচ্ছে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে বিজ্ঞানের ব্যবহার, নিত্য নতুন কলা কৌশল উদ্ভাবন, উৎপাদনের কৌশল আবিষ্কার ও মূলধন গঠন।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বলা যায় অর্থনৈতিক উন্নয়ন হবে এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পায়। অবশ্য বর্তমান কালে প্রকৃত জাতীয় আয় এবং মাথাপিছু আয় বৃদ্ধিকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের একমাত্র মাপকাঠি হিসাবে বিবেচনা করা হয় না। সে সাথে সমাজের সকল স্তরের জনগনের জীবনযাত্রার মানের বাস্তব উর্ধ্বগতি বিচার করতে হয়।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে সমাজের সকল স্তরের জনগণের জীবনযাত্রার মানের বাস্তব উর্ধ্বগতি বিচার করতে হয়।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের মডেল

নিম্নে অর্থনৈতিক উন্নয়নের তিনটি মডেল আলোচনা করা হলো। এগুলো হচ্ছে,

- ক্ল্যাসিক্যাল মডেল;
- নিওক্ল্যাসিক্যাল মডেল;
- স্যাম্পটার মডেল।

ক্ল্যাসিক্যাল মডেল

ক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতিবিদগণের মতে অর্থনৈতিক উন্নয়নের মৌলিক বৈশিষ্ট্য হলো পুঁজি সংগঠন। এই ধারার তাত্ত্বিকরা এমন ধরনের অর্থনৈতিক পরিমন্ডল কল্পনা করেন যাতে ক্রমশ: অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটতে থাকবে। পূর্ণ প্রতিযোগিতা বজায় থাকে। জনগণের প্রবৃত্তি, সামর্থ্য এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সব কিছুই অর্থনৈতিক উন্নয়নের পক্ষে থাকে। ক্ল্যাসিক্যাল তত্ত্বে মনে করা হয়, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সরকারের হস্তক্ষেপ অকল্যাণকর এবং পরিস্থিতিকে প্রতিকূল করে তোলে। এ তত্ত্বে, সরকারের ভূমিকাকে অত্যন্ড় গৌণ মনে করা হয়। বরং স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের ব্যাখ্যা দেয়া হয়। অ্যাডাম স্মীথ (১৭২৩-৯০) মনে করেন উৎপাদন নিজে থেকেই খরিদ্দারের চাহিদার সাথে খাপ খাওয়াবে, বিক্রেতাদের মধ্যে প্রতিযোগিতার ফলে দ্রব্য মূল্য সর্বনিম্ন পরিমাণে নেমে উৎপাদন টিকিয়ে রাখতে পারবে এবং সম্পদের সর্বাধিক দক্ষ ব্যবহার হবে। স্মীথ মনে করেন, এই বাজার শক্তির অবাধ কার্যকারিতার মাধ্যমেই অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব। এ ক্ষেত্রে সরকারী হস্তক্ষেপ, নির্দেশনা বা ব্যবস্থাপনা অপ্রয়োজনীয়।

ডেভিড রিকার্ডো (১৭৭২-১৮২৩)'র মতে, মূলধনের প্রবৃদ্ধিই অর্থনৈতিক সম্প্রসারণের সর্বাপেক্ষা বড় উৎস। তিনি বিশ্বাস করতেন, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা সর্বাপেক্ষা মুনাফা তৈরি করতে পারে। প্রতিযোগিতামূলক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাতেই সর্বাধিক মুনাফা প্রদানকারী বিনিয়োগ সৃষ্টি হয় এবং যে কর্মপন্থা ব্যবসায়ের পক্ষে সহায়ক সেটাই সর্বোচ্চ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি আনয়ন করবে।

সমালোচনা: ক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতিবিদগণ সম্পূর্ণ সরকারী হস্তক্ষেপ বিহীন যে স্বয়ংক্রিয় অর্থনীতির কল্পনা করেন তা পুরোপুরি প্রয়োগযোগ্য নয়। যেমন, সরকারী সম্পত্তির ক্ষেত্রে বাজার কোন হস্তক্ষেপ করতে পারে না - এক্ষেত্রে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতি কাজ করে না। আবার সব কিছু বাজার ব্যবস্থার উপর ছেড়ে দিলে একচেটিয়া মুনাফা ব্যবস্থা তৈরি হতে পারে, যা রাষ্ট্রের সকল জনগণের স্বার্থ রক্ষা করে না। কখনো কখনো অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সরকারী ভূমিকা একান্ত প্রয়োজনীয় হয়ে দেখা দেয়। যেমন, কোন কারখানা থেকে নির্গত বর্জ্য পরিবেশ দূষণ ঘটাতে পারে, এক্ষেত্রে জনস্বার্থে সরকারকে ভূমিকা রাখতে হয়। এ কারণেই স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক উন্নয়ন বাস্তবায়ন অসম্ভব।

নিউ ক্ল্যাসিক্যাল মডেল

নিউ ক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতিবিদরা মনে করেন, অর্থনৈতিক উন্নয়ন একটি ধীরস্থির ও অবিরাম প্রক্রিয়া। এ তত্ত্ব অনুসারে অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য নিম্নোক্ত বিষয়গুলোতে গুরুত্ব প্রদান করতে হয়। যথা- রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, মুনাফা প্রবণতা, পর্যাপ্ত উৎপাদন, দক্ষ শ্রম ও ব্যবস্থাপনা, বিভিন্ন অঞ্চল এবং দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক ধারণার বিস্তার। নিউক্লাসিক্যাল তত্ত্বে অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য উৎপাদন কৌশলের উন্নয়নকে গুরুত্ব দেয়া হয়। এছাড়া পুঁজি, প্রাকৃতিক সম্পদ এবং জনসংখ্যার পরিমাণগত পরিবর্তনকে আবশ্যক ধরা হয়। মনে করা হয় যে ভূস্বামী, শ্রমিক, পুঁজিপতি অর্থাৎ সকল আয় শ্রেণীই উন্নয়নের অবদান ভোগ করতে পারে এবং অধিক উন্নয়নের জন্য এরা যৌথভাবে চেষ্টা চালাতে পারে।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে উদ্ভাবনী ক্ষমতা সম্পন্ন উদ্যোক্তার ভূমিকা সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। এ

সমালোচনা: অর্থনৈতিক উন্নয়নের নিউ ক্ল্যাসিক্যাল মডেলকে বিভিন্ন ভাবে সমালোচনা করা হয়।

প্রথমত: অর্থনৈতিক উন্নয়নকে একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রক্রিয়া এবং সমাজের সকল স্তরের জনসাধারণের জন্য উপকারী হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু প্রবৃদ্ধির অবিরাম গতিকে প্রাধান্য দেয়া না হলে উন্নয়নের ক্ষতিকারক দিকগুলো প্রকট হয়ে উঠে। নিউ ক্ল্যাসিক্যাল মডেলে অর্থনৈতিক উন্নয়নের এসব দিক যথার্থ গুরুত্ব পায় নি।

দ্বিতীয়ত: নিউ ক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতিতে বর্ণিত সামঞ্জস্যপূর্ণ অবিরাম উন্নয়ন প্রক্রিয়া উন্নত অর্থনীতিতে যতটা প্রযোজ্য অনুন্নত অর্থনীতিতে ততটা প্রযোজ্য নয়। কেননা, উন্নত অর্থনীতিতে অনিশ্চয়তার

পরিমাণ নগন্য এবং ব্যবসায়ী মনোভাব শক্তিশালী থাকে, কিন্তু অনুন্নত অর্থনীতিতে বাস্তবতাগুলো এ রকম হয় না।

স্যাম্পটার মডেল

অর্থনৈতিক উন্নয়নের পদ্ধতি এবং প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেছেন। এদের মধ্যে জোসেফ স্যাম্পটার-এর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। স্যাম্পটার এর অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারণায়, উদ্ভাবনী ক্ষমতা সম্পন্ন উদ্যোক্তার ভূমিকাকে সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। তাঁর মতে সৃজনশীল উদ্যোক্তার পক্ষেই বিভিন্ন উৎপাদনশীল উপাদানের নতুন সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে নিত্য নতুন পণ্য উৎপাদন সম্ভব। স্যাম্পটার প্রচলিত উদ্যোক্তার চেয়ে পৃথক বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন উদ্যোক্তার কল্পনা করেছেন। যারা শুধুমাত্র ব্যবস্থাপক নয় একই সাথে নতুন উৎপাদন কৌশল উদ্ভাবনী ক্ষমতা সম্পন্ন। তাঁর মতে, অর্থনৈতিক উন্নয়নে গতিশীল উদ্যোক্তার ভূমিকা একান্ত গুরুত্বপূর্ণ এজন্য যে, গতিশীল বিশ্বের উন্নয়ন একটি অনিয়মিত এবং অমসৃন প্রক্রিয়া। এতে অনেক অনিশ্চয়তা এবং ঝুঁকির সম্ভাবনা থাকে। এ ধরনের পরিস্থিতিতে প্রতিভাবান এবং সুদক্ষ উদ্যোক্তার পক্ষেই অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখা সম্ভব হবে। এরা জাতীয় আয়ের প্রবৃদ্ধি আনয়নের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নে গতির সৃষ্টি করে।

সমালোচনা

প্রথমত: স্যাম্পটার মডেলে, ভোক্তার সার্বভৌমত্ব প্রাধান্য পায় নি। বরং ভোক্তার রুচির পরিবর্তনে উৎপাদকের আচরণকেই প্রাধান্য দেয়া হয়েছে।

দ্বিতীয়ত: বর্তমান কালে সমষ্টিগত ভাবে গবেষণার মাধ্যমে উদ্ভাবন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয় তা বিশেষ কোন উদ্যেক্তার উপর নির্ভরশীল নয়।

সারকথা: *বিভিন্ন যুগে অর্থনৈতিক উন্নয়নকে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। অষ্টাদশ শতকে বাণিজ্যতন্ত্রবাদে সোনা, রূপাসহ মূল্যবান ধাতব দ্রব্য আমদানী এবং সঞ্চয় বাড়ানোকে উন্নয়ন মনে করা হতো। ভূমিবাদ মনে করতো ভূমিকে কেন্দ্র করে যে সম্পদ সৃষ্টি হয় এবং মানব জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য আসে তাই উন্নয়ন। বিংশ শতাব্দীর অর্থনীতিবিদরাও অর্থনৈতিক উন্নয়নকে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করেন। গুরুত্বপূর্ণ ধারণাটি হলো, অর্থনৈতিক উন্নয়ন এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে কোন অর্থব্যবস্থায় দীর্ঘকালীন মেয়াদে প্রকৃত জাতীয় আয় বৃদ্ধি পায়।*

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরটি লিখুন।

১. ভূমিবাদ অনুসারে সকল সম্পদের উৎস
   ক. সরকার;
   খ. খনি;
   গ. সমুদ্র;
   ঘ. ভ মি।

২. অ্যাডাম স্মীথ
   ক. ক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতিবিদ;
   খ. নিউ ক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতিবিদ;
   গ. পোষ্ট মডার্ন অর্থনীতিবিদ;
   ঘ. মার্কসবাদী অর্থনীতিবিদ।

৩. ক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতিবিদরা মনে করেন অর্থনৈতিক উন্নয়নের মৌলিক বৈশিষ্ট্য-
   ক. সরকারের হস্তক্ষেপ বৃদ্ধি করা;
   খ. পুঁজি সংগঠন;
   গ. সরকারী ব্যয় বাড়ানো;
   ঘ. সামরিক শাসন।

৪. স্যাম্পটার মডেলে, অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রধান বাহক-
   ক. বিদেশী পুঁজি;
   খ. কলকারখানা;
   গ. উর্বর ভূমি;
   ঘ. সৃজনশীল উদ্যোক্তা।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. বাণিজ্যতন্ত্র বাদের মূল বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করুন।
২. অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য নিউ ক্ল্যাসিক্যাল মডেলে কোন বিষয়সমূহের উপর গুরুত্ব দেয়া হয়।

রচনামুলক প্রশ্ন

১. অর্থনৈতিক উন্নয়নের যে কোন দুটি মডেল আলোচনা করুন।

উত্তরমালা: ১.ঘ, ২.ক, ৩.খ, ৪.ঘ।

সহায়ক গ্রন্থ

১. *ড্যানিয়েল ফাসফেল্ড "অর্থনীতিবিদদের যুগ" (অনুবাদ. ডঃ আবদুল-াহ ফার"ক, ১৯৯১)*